দ্যা স্কুল ফর রবিনসন্স

ONE COM
rana.m115@gmail.com

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অবস্থিত ছোট্ট একটা দ্বীপ। ছোট্ট এ-দ্বীপটাকে কেন্দ্র করে যে এমন সোরগোল উঠবে তাই কে জানত। নির্জন-নিরালা দ্বীপটার ধারকাছ দিয়ে কোনো জাহাজ ভুলেও কোনোদিন যাতায়াত করে না। আসলে এটা মনুষ্য বসবাসের অনুপযোগী। এমন কি উল্লেখযোগ্য কোনো পশুও এখানকার জঙ্গলে দেখা যায় না।

এমন একটা অনাবশ্যক দ্বীপের মালিকানা স্বত্ব হাতে রেখে লাভই বা কী? যে-দ্বীপ আজ কোনোই উপকারে লাগল না ভবিষ্যতেও লাগবে বলে সম্ভাবনা নেই—সেটা বেঁচে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। বিনিময়ে যে অর্থাগম হবে তা উপরি পাওনা বলেই মনে করা যেতে পারে। তাই মার্কিন সরকার নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় 'স্পেনসার আইল্যান্ড'কে নিলামে বেচে দেয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন।

দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে খবরের কাগজের পাতায় স্পেনসার আইল্যান্ড সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ ছাপা হল। তবে এও লেখা হল দ্বীপটা যিনি কিনবেন তিনি কোনোদিক থেকেই লাভবান হবেন না।

আমেরিকায় ধনকুবেরের সংখ্যা কম নেই। সেরকম কারোর কাছে দ্বীপটাকে বেচে দিয়ে কিছু টাকা কামিয়ে নেওয়ার ধান্দাতেই সরকার সেটাকে বেচার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

নির্দিষ্ট দিনে নিলামঘর ক্রেতা ও কৌতূহলী মানুষের ভিড়ে রীতিমতো গমগম করতে লাগল। উপস্থিত অধিকাংশ মানুষের মুখেই একই প্রশ্ন—মানুষ নেই, এমন কি আগ্নেয়গিরি পর্যন্ত যে দ্বীপে নেই, এমন একটা দ্বীপ কিনতে কোনো আহাম্মক আগ্রহী হবে। উপস্থিত শ্রোতাদের টিটকিরি মস্করা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে সেখানে তিষ্ঠোয় কার সাধ্য! নিলামওয়ালা শেষপর্যন্ত হৈ-হট্টগোল থামাতে না পেরে তিতি-বিরক্ত হয়ে নিলাম বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন ঠিক তখনই এতগুলো মানুষের কণ্ঠ চাপিয়ে একজন বাজখাই গলায় দর হেঁকে বসলেন। ব্যাপারটা উপস্থিত সবার মধ্যে কৌতূহলের সঞ্চার করল। অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে তার খোঁজ করতে গিয়ে দেখল, সানফ্রান্সিসকোর ধনকুবের উইলিয়ম ডব্লিউ

কোল্ডরূপ নিরুদ্বেগ মুখে এককোণে বসে রয়েছেন। হ্যাঁ, এঁর পক্ষে এতগুলো ডলার হাতের ময়লা মনে করে জলে ফেলে দেওয়া সম্ভব বটে। কোটি কোটি ডলারের মালিক ইনি। সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন ব্যবসা ফেঁদে রেখেছেন। এরকম ধনকুবের নিলাম হেঁকেছেন। ব্যস, উপস্থিত সবার মুখ শুকিয়ে গেল। এঁর ওপরে নিলাম হাঁকার সাধ বা সাধ্যি কোনোটাই কারোর নেই।

নিলামওয়ালা নানা কথার মারপ্যাঁচের মাধ্যমে নিলামের দর চড়াবার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাতে লাগল।

না, কারোর দিক থেকেই কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আসলে কোল্ডরূপের ওপরে দর হাঁকার মতো বুকের পাটা কারোর নেই, বুঝা গেল। কোনো বুদ্ধিই যখন খাটল না তখন নিলামওয়ালা বাধ্য হয়ে হাতুড়ির আঘাত হানল—এক-দুই-তিন বলার জন্য যেইনা মুখ খুলতে যাবে, অমনি ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে একজনকে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে কোল্ডরূপের দরকে ছাড়িয়ে দর হাঁকাতে শোনা গেল। আবার কৌতূহলী চোখগুলো ব্যস্ত হয়ে নতুন কণ্ঠস্বরের মালিককে খুঁজতে লাগল। বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না। নতুন কণ্ঠস্বরের কোল্ডরূপের প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম টাসকিনার। কালিফোর্নিয়ার অধিবাসী। মোটাসোটা গোলগাল তার চেহারা।

কোল্ডরূপ আর টাসকিনারের মধ্যে দীর্ঘদিন দা-কুমড়ো সম্পর্ক। তাঁরা অর্থ, বুদ্ধি আর ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে দীর্ঘদিন ধরে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত। কেউ, কারোর নামটা পর্যন্ত শুনতে পারে না। তবে টাসকিনার মনে মনে কোল্ডরূপকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবলেও কোল্ডরূপ কিন্তু তাঁকে পাত্তাই দেন না। আর আজকের নিলাম হাঁকার পিছনেও টাসকিনার-এর উদ্দেশ্য একই—কোল্ডরূপকে একটু জব্দ করা।

কিন্তু কোল্ডরূপ এত সহজে মাথা নোয়াবার পাত্র নন। তিনি এক লাফে অনেকটা উঠে গেলেন। টাসকিনারও পাল্টা দর হাঁকলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত কোল্ডরূপকে বে-ইজ্জৎ করা তো দূরের কথা নিজেই ধরাশায়ী হয়ে পড়লেন। মুখ গোমড়া করে নিলাম-ঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন।

শেষপর্যন্ত সবচেয়ে বেশি দর হেঁকে কোল্ডরূপই স্পেনসার দ্বীপের মালিকানা স্বত্ব লাভ করলেন।

পরাজিত টাসকিনার রাগে গমগম করতে করতে নিলামঘর ছেড়ে যাবার সময় বলে গেলেন, 'এ অপমানের প্রতিশোধ আমি নেবই নেব!'

গডফ্রে নামে কোল্ডরূপের এক ভাগ্নে রয়েছে। তার বয়স বছর কুড়ি। আর ফেনা নামে পনের বছরের এক পালিতা কন্যা চোখের মণির মতো সর্বদা তাঁরা কাছাকাছি পাশাপাশি থাকে। কোল্ডরূপের ইচ্ছা গডফ্রে আর ফেনার বিয়েটা যতশীঘ্র সম্ভব মিটিয়ে দেবেন। তিনি চাইলেই তো আর বিয়ে হয়ে যাবে না। আসলে গডফ্রে যে সম্পূর্ণ অন্য ধাতের যুবক। এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করে জোয়াল ঘাড়ে নিতে কিছুতেই সে রাজি নয়। তাঁর একান্ত ইচ্ছা পৃথিবীটাকে ঘুরে ফিরে দেখে তারপর বিয়ের শেকল পায়ে জড়াবেন।

ফেনারও ইচ্ছা অল্পবয়সী ন্যাকাবোকা স্বামীকে বিয়ে করে সারা জীবন পস্তানোর কোনো মানেই হয় না। তার চেয়ে গডফ্রে যদি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে একটু চালাক চতুর হয়ে আসে মন্দ কি?

পালিতা কন্যা ফেনা আর ভাগ্নে গডফ্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করা কোল্ডরূপের পক্ষে সম্ভব হল না। উপায়ান্তর না দেখে ভাগ্নে গডফ্রেকে বিদেশ ভ্রমণে পাঠানোর তোড়জোড় শুরু করলেন।

কোল্ডরূপ যেসব ব্যবসায় লিপ্ত তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জাহাজের ব্যবসা। বেশ কয়েকটা জাহাজের মালিক তিনি। তিনি পরের দিনই এক জাহাজের ক্যাপ্টেনকে ডেকে ভাগ্নে গডফ্রের বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছার কথা জানালেন। জাহাজে কোনো মালপত্র যাবে

online bangla book colllection by www.banglainternet.com

না। তবে পৃথিবীর যেসব বন্দর মারফৎ তাঁর ব্যবসা চলে সব বন্দরে যেন জাহাজ অবশ্যই ভেড়ানো হয়—ক্যাপ্টেনকে নির্দেশ দিলেন। সবশেষে তিনি ক্যাপ্টেনের কানে কানেও ইশারা ইঙ্গিতে এমন কিছু নির্দেশ দিলেন যা শুনে ক্যাপ্টেনের চোখ-মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

কোল্ডরূপ ভাগ্নেকে একা ছাড়তে ভরসা পেলেন না। তাই গডফ্রের নাচের মাস্টারকে ডেকে পাঠালেন।

কোল্ডরূপের ডাক পেয়ে নাচের মাস্টার ভদ্রলোক হাসিমাখা মুখে নাচতে নাচতে তাঁর ঘরে ঢুকল। উভয়ের মধ্যে কথোপকথনের পর নাচের মাস্টার যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন তখন আর তার মুখে হাসি দেখা গেল না। আর নাচতে নাচতে যে লোক ঢুকেছিল সে বেরিয়ে এল হেঁটে, একেবারে ধীর মন্থর গতিতে। কোল্ডরূপের হুকুম, ভাগ্নে গডফ্রেরর সঙ্গে তাকে সমুদ্রযাত্রায় যেতে হবে।

এক সকালে ছোট্ট জাহাজটা বুক কাপানো ভোঁ দিয়ে বন্দর ছাড়ল। বিদায় মুহূর্তে গডফ্রের বুকে নতুন নতুন দেশ দেখার উচ্ছ্বাস। ফেনার মুখে বিষাদের ছাপ। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা লক্ষিত হল নাচের মাস্টারের মধ্যে। হবে না-ই বা কেন? এতদিন নেচে কুঁদে জমিন কাঁপিয়েছে এবার তাকেই নাচিয়ে নিয়ে বেড়াবে উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রের ঢেউ। নাচের বদলে তাকে দোদুল্যমান ডেকে নিশ্চল-নিথর থাকার সাধনায় লিপ্ত থাকতে হবে।

দুর্বার গতিতে সমুদ্রের বুক চিরে এগিয়ে চলল ছোট্ট জাহাজটা। অচিরেই আমেরিকার উপকূল চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। প্রথম দুটো দিন নির্বিঘ্নেই কেটে গেল। জাহাজের গতি এবার নিউজিল্যান্ডের দিকে। ব্যস, এর বেশি কিছু গডফ্রে জানে না। জানতে চায়ও না। জাহাজের কলকব্জার ব্যাপার-স্যাপার কতটুকুই বা সে জানে যে ঝুটমুট মাথা ঘামাতে যাবে? তাই বিচিত্র, একেবারে অত্যাশ্চর্য একটা ব্যাপারের দিকে তার চোখই পড়ল না। রোজ সূর্য মাথার ওপরে উঠলেই জাহাজের ক্যাপ্টেন গুটিগুটি জাহাজ-অফিসারের কামরায় ঢোকেন। দুজনে ফিসফিসিয়ে কি যেন বলাবলি করেন। ব্যস। প্রতি রাত্রেই জাহাজের গতিবেগ কমে যায়। দিনের আলো ফুটে উঠলেই আবার গতিবেগ বেড়ে যায়। জাহাজ তরতর করে এগিয়ে চলে।

জাহাজের গতিবেগ কমানো-বাড়ানোর ব্যাপারটা নিয়ে গডফ্রে মাথা না ঘামালেও মাঝি-মাল্লাদের কিন্তু নজর এড়াল না। তারা নিজেদের মধ্যে কানাকানি করতে লাগল। কিন্তু ভুলেও কেউ ব্যাপারটা নিয়ে মুখ খুলল না।

একদিন জাহাজে তুমুল হৈ-হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। এক খালাসি চিল্লাতে চিল্লাতে ক্যাপ্টেনের কাছে ছুটে এল। জাহাজের খোলে নাকি এক চিনাম্যান লুকিয়ে আছে।

চিনাম্যানের কথা শুনেই ক্যাপ্টেন তো রেগেমেগে একেবারে কাঁই হয়ে গেলেন। তাকে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার হুকুম দিলেন।

হুকুম তামিল করার জন্য খালাসিটা ছুটে গেল জাহাজের ক্যাপ্টেন গডফ্রে আর নাচের মাস্টারকে নিয়ে নেমে এলেন নিচে, খোলের ভেতরে। ক্যাপ্টেন রাগে গস গস করতে লাগলেন। কথা বলে জানা গেল, চিনাম্যানটা এক কৌতুকাভিনেতা। বিনা খরচে সাংহাই যাওয়ার ধান্ধায় জাহাজের খোলের মধ্যে সিঁধিয়েছে। তার বক্তব্য খোলটা তো খালিই পড়ে রয়েছে। একজন মানুষ যদি এখানে আশ্রয় নেয়ই ক্ষতি কি?

এতেও ক্যাপ্টেনের ক্রোধ প্রশমিত হল না। কড়া হুকুম দিলেন, 'ওসব ধান্ধা ছাড়। পকেটে পয়সা না থাকলে সাঁতরে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সাংহাই যাও।'

গডফ্রে এগিয়ে এসে পরিস্থিতিটাকে সামাল দেবার চেষ্টা করল, 'জাহাজের খাবারদাবারে যখন ভাগ বসাচ্ছে না, আর তার ভারে জাহাজ যখন ডুবেও যাবেনা তখন ঝুটমুট ঝামেলা করে কি হবে?'

তার কথায় ক্যাপ্টেন নরম হলেন।

দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল একটু বাদেই। দেখতে দেখতে ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। প্রলয়ঙ্কর ঝড় উঠল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। শান্ত সমুদ্র উত্তাল-উদ্দাম রূপ ধারণ করল। ঢেউয়ের দাপটে জাহাজটা মোচার খোলার মতো ঢেউয়ের তালে তালে বার বার ওঠানামা করতে লাগল। নাচের মাস্টারের তো কলিজা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল। কি যে দরকার ছিল এমন পৃথিবী পর্যটনের পোকা মাথায় ঢোকানো। পিতৃদত্ত প্রাণটা বুঝি এবার খোয়াতেই হবে।

গডফ্রের মন কিন্তু আতঙ্কের পরিবর্তে রোমাঞ্চতে ভরপুর হয়ে গেল। ঝড়-বৃষ্টি আর বিপদ-আপদ জড়িয়ে তার মধ্যেই তো অভিযানের সার্থকতা খুঁজ পাওয়া যায়। এদিকে জাহাজটা ঝড় আর ঢেউয়ের দাপটে তলিয়ে যেতে যেতে কোনো রকমে কাৎরাতে কাৎরাতে এগিয়ে চলল।

একটা ব্যাপার গডফ্রের মাথায় এল। ব্যাপারটা কি, রোজ ভোরের আলো ফুটে উঠলেই জাহাজটার নাচানাচি লাফালাফি শুরু হয়ে যায়। কিন্তু রাত্রির অন্ধকার নেমে এলেই এটা ধীর স্থির হয়ে পড়ে। ব্যাপার কি?

হঠাৎ গডফ্রের নজরে পড়ল, চিমনির ধোঁয়া বাইরে বেরিয়েই বিপরীত দিকে ধেয়ে চলেছে। কিন্তু দিনের বেলায় তো এমন দৃশ্য কোনোদিনই নজরে পড়ে নি। এক রাত্রে ক্যাপ্টেন অদূরবর্তী ডেকের ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। গডফ্রেকে দেখতে পান নি। তন্ময় হয়ে কি যেন ভেবে চলেছেন। হঠাৎ গডফ্রের ডাকে সচকিত হয়ে ঘাড় ঘুরালেন।

গডফ্রে চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বললেন, 'কাপ্টেন ব্যাপারটা তো মোটেই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না! জাহাজটা কি বিপরীত দিকে ধেয়ে চলেছে? পর পর করাত্রে লক্ষ করছি, চিমনির ধোঁয়া বিপরীত দিকে ধেয়ে যায়। আজও একই দৃশ্য, ব্যাপার কি বলুন তো?"

আমতা আমতা করে ক্যাপ্টেন জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ মানে ঝড়ের কবল থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই আমাকে বিপরীত দিকে চালাতে হয়।'

'সে কী সাহেব, দেরি হয়ে যাবে যে! এটা করছেন কী সাহেব!'

'সে তো আমার ব্যাপার।' বেশ একটু রাগত স্বরেই ক্যাপ্টেন জবাব দিলেন।

সামান্য ব্যাপারে ক্যাপ্টেন কেন যে এমন রেগে গেলেন তা গডফ্রের মাথায় এল না।

ক'দিন ধরেই ক্যাপ্টেন যে দিনের বেলায় জাহাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যান আর রাত্রির অন্ধকার নেমে আসতে আবার সমানে পিছাতে থাকে তা এর আগে গডফ্রের মাথায়ই আসে নি।

একদিন ঝড়-বৃষ্টির দাপট একেবারে কমে গেল। আকাশ একেবারে পরিষ্কার। ঢেউয়ের তাণ্ডবও নেই। গডফ্রে সকালের দিকে ক্যাপ্টেনের কেবিন এসে দেখে, কেবিন ফাঁকা। জাহাজ নাকি পথ হারিয়ে ফেলেছে। তাই বোট নিয়ে বেরিয়েছেন, ধারে কাছে ডাঙ্গা আছে কিনা খোঁজ করতে গেলেন।

একটু বাদেই ক্যাপ্টেন ফিরে এসে জানালেন, আতঙ্কের কোনো কারণই নেই। পথ ভুল হয়েছে ঠিকই। তবে শুধরে নেওয়া যাবে। আর যাকে ডাঙা মনে করা হয়েছিল আসলে তা নয়। ধারে কাছে ডাঙার কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া গেল না।

গডফ্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ক্যাপ্টেন জাহাজ-অফিসারের কেবিনে গিয়ে ঢুকলেন। উভয়ে ফিস ফিসিয়ে কি যেন পরামর্শ করলেন।

হ্যাঁ, সে রাত্রেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। ক্যাপ্টেন হঠাৎ বিকট স্বরে চিল্লাতে লাগলেন, 'মি. গডফ্রে, সর্বনাশ হয়ে গেল! আপনি জলে ঝাঁপ দিন। জাহাজ ডুবে যাচ্ছে। বোধ হয় ডুবো পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে জাহাজ তলিয়ে যেতে শুরু করেছে।'

গডফ্রে আতঙ্কিত স্বরে বলল, 'সে কী জলে ঝাঁপ দিতে হবে! কিন্তু মাস্টারসাহেব কোথায়?

'মাস্টার সাহেবের কথা পরে ভাবা যাবে। আপনি আগে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচান। সবার ব্যবস্থা করে তবেই আমি নিজের কথা ভাবব। আপনি জলে ঝাঁপ দিন।' ক্যাপ্টেন কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা প্রকাশ করে কথা কটা ছুঁড়ে দিলেন।

কথা বলতে বলতে ক্যাপ্টেন পিছন থেকে এক ধাক্কায় গডফ্রেকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিলেন। সে সাঁতারে সামনে এগোতেই সামনে একটা দ্বীপ দেখে কোনোরকমে উঠে গেল।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, সত্যি সত্যি জাহাজটা ডুবে যাচ্ছে। অন্ধকার দ্বীপে গডফ্রে নিঃসঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখে মুখে হাতাশার ছাপ।

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই গডফ্রে দ্বীপটার ওপরে চোখ দুটো বার-কয়েক বুলিয়ে নিল খাবার ও পানীয় কিছুই তার চোখে পড়ল না। নিঃসন্দেহ হল নির্জন দ্বীপে তাকে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে।সে ভাবতে লাগল, জাহাজের কেউ-ই হয়তো জীবিত নয়, বোটটাও তবে বে-পাত্তা হয়ে গেছে।

গডফ্রে ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। ভাবল, এটা কি আদৌ কোনো দ্বীপ, নাকি অতিকায় এক তিমির পিঠ। ক্যাপ্টেন তো বোট নিয়ে চক্কর মেরে এসে বলেছিলেন, ধারে কাছে কোনো ডাঙা নেই। তবে! হায়! এ-ও কি বরাতে ছিল। মামার বাড়ি দিব্যি সুখে দিন কাটছিল। দেশ ভ্রমণের পোকা মাথায় ঢুকতেই এমন ঝকমারিতে পড়তে হয়েছে! আজ কোথায় পড়ে রইলেন মামা, কোথায় ফেনা আর কোথায়ই বা মামার বাড়ির সুখ-শান্তি!

হাতাশায় জর্জরিত মন নিয়ে গডফ্রে হাঁটতে লাগল। কোথাও বালি, কোথাও বা টুকরো টুকরো পাথর। আশ্চর্য ব্যাপার তো মানুষ তো দূরের ব্যাপার সামান্য একটা পশু-পাখি পর্যন্ত নেই। না, আছে—কয়েকটা গাঙচিল এখানে-ওখানে অলসভাবে উড়ে বেড়াচ্ছে।

গডফ্রে ভাবতে লাগল, তবে কি সত্যি সে দ্বীপেই অবস্থান করছে। হ্যাঁ, এটা দ্বীপই বটে।

আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড় গডফ্রে। সামনের এক দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে তার চোখের মণি দুটো স্থির হয়ে গেল। দেখল, বালির ওপর বিচিত্র দর্শন একটা সামুদ্রিক প্রাণী পড়ে রয়েছে। দুরুদরু বুকে এগিয়ে যেতেই তার মুখ দিয়ে আচমকা বেরিয়ে এল—'হায় ঈশ্বর! একী করলে তুমি!'

কেন সে এমন আর্তনাদ করে উঠল। ওটা কি আসলে কোনো সামুদ্রিক জন্তু?

না, তার নাচের মাস্টার। কোমরে নাইলন বেল্ট থাকার জন্যই তাকে এমন বিদঘুটে দেখাচ্ছে। কাছে এগিয়ে গিয়ে ছোট্ট করে ধাক্কা দিয়ে ডাকাডাকি করতেই বেচারা নাচের মাস্টার নড়েচড়ে উঠল। যাক, তবে ধড়ে প্রাণ আছে দেখা যাচ্ছে।

অদ্ভুত চরিত্রের লোক বটে। চোখ মেলে তাকিয়েই পকেটে হাত দিয়ে দেখতে লাগল, তার বেহালা জায়গা মতো আছে কিনা। কোথায় আছে, কোথায় থাকবে, খাবেই বা কি এসব কথা না ভেবে বেহালাটার চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছে। প্রাণেই যদি না বাঁচে তবে বেহালা বাজাবে কে? আর শোনাবেই বা কাকে? গুরু ও শিষ্য হাঁটাহাঁটি করতে করতে মাথার ওপরে প্রচুর পাখি উড়তে দেখল। তারা ভাবল, পাখি যখন আছে তখন অবশ্যই কোথাও না কোথাও বাসা আছে। আর বাসায় হানা দিলে ডিম যে পাওয়া যাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। অতএব অন্তত না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে না এটুকু ভরসা তাদের হল।

ব্যস, পেটের জ্বালা নেভানোর ধান্ধায় গডফ্রে আর তার গুরু চারদিকে হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করল। সামান্য খোঁজাখুঁজি করতেই তারা পাথরের খোদলের মধ্যে কয়েকটা ইয়া বড় বড় ডিম পেয়ে গেল। ডিম তো জোগাড় হল। কিন্তু আগুন? শুকনো

কাঠে-কাঠে ঘষে, পাথরে-পাথরে ঠোকাঠুকি করেও কিছুতেই আগুন জ্বালাতে পারল না। শেষপর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে তারা ডিমগুলো ফাটিয়ে কাঁচা কুসুম দিয়েই পেটের জ্বালা নেভাল। এবার মাথা গোঁজার জায়গার খোঁজে আবার হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে তারা গভীর বনে ঢুকে গেল। দীর্ঘ সময় ধরে হাঁটাহাঁটি করেও মাথা গোঁজার মতো জায়গা তারা খুঁজে পেল না। আগত্যা বালির ওপর শুয়েই তারা রাত্রি কাটিয়ে দিল।

কাকডাকা ভোরে গডফ্রের ঘুম ভেঙে গেল। নিজের জন্য তার যা ভাবনা তার চেয়ে ঢেড় ঢেড় ভাবনা মাস্টারসাহেবকে নিয়ে। ভদ্রলোকের বাস্তববুদ্ধি তিলমাত্র নেই। ঘুম ভাঙলেই হয়তো চা-বিস্কুটের জন্য হাঁকাহাঁকি জুড়ে দেবেন।

না, নাচের মাস্টারের ওপর ভরসা করার অর্থই হচ্ছে নিজের পায়ে কুড়ুলমারা। বাস্তব বুদ্ধি যদি কিছুমাত্র তার থাকত তবে কি এমন কথা তার মুখ দিয়ে বেরতো, 'গডফ্রে সবচেয়ে কাছের ডাকঘরে গিয়ে তোমার মামা কোল্ডরূপকে একটা টেলিগ্রাম করে আমাদের দুরবস্থার কথা জানিয়ে দাও। আর কিছু টাকা পাঠাতেও বলে দিও।' বাস্তব বুদ্ধি থাকলে এরকম নির্জন-নিরালা দ্বীপে কেউ ডাকঘরের কথা ভাবতে পারে?

এদিকে গডফ্রে বনে জঙ্গলে ঘোরাফেরা করতে গিয়ে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল যে, এখানকার গাছপালাগুলোতে মার্কিনি ছাপ সুস্পষ্ট। আমেরিকা থেকে কেউ যেন বীজ ও গাছ এনে দ্বীপে মাটিতে পুঁতে দিয়েছিল।

গডফ্রে হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গল পেরিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে হাজির হল। পাহাড়ের গা বেয়ে কিছুটা ওপরে উঠে চারদিক দৃষ্টিপাত করতেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল কেবল জল আর জল। জলবেষ্টিত ছোট্ট এক স্থলভূমির মধ্যে তারা বন্দী হয়ে রয়েছে।

দ্বীপ। গডফ্রে নিঃসন্দেহ হল নামগোত্রহীন এক দ্বীপে তারা বন্দী হয়েছে। মানচিত্রে যার উল্লেখ নেই এরকম একটা দ্বীপে তাদের কেউ উদ্ধার করতে আসবে এরকম সম্ভাবনা তার মন থেকে উবে গেল।

গডফ্রে মনের দিক থেকে একটু-আধটু ভেঙে পড়েছে ঠিকই। কিন্তু অচিরেই মনে বল সঞ্চয় করে নিজেকে সামলে নিল। তার বাগদত্তার নামানুসারে দ্বীপটার নামকরণ করল 'ফেনা দ্বীপ।'

গডফ্রে পাহাড় থেকে নামার সময় যে দিকে আকাশছোঁয়া গাছগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে সেদিক থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠতে দেখল।

ধোঁয়া? কিসের ধোঁয়া? ধোঁয়ার অস্তিত্ব যেখানে সেখানে তো মানুষের অস্তিত্ব থাকারই কথা। তবে? তবে কি দ্বীপে তারাই কেবল বন্দীদশা ভোগ করছে না। জাহাজডুবির ফলে আরও কেউ না কেউ দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে। লম্বা লম্বা পায়ে পাহাড় থেকে নেমে গডফ্রে হাঁপাতে হাঁপাতে নাচের মাস্টারের কাছে এল। নাচের মাস্টার তখন আপন মনে শুকনো কাঠে কাঠ ঘষে চলেছেন আগুন জ্বালাবার দুরন্ত আশা নিয়ে। ইতিমধ্যে কয়েকটা কাঁচা ডিম দিয়ে পেটের জ্বালা একটু নিভিয়ে নিয়েছেন।

কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে গডফ্রে ইতিমধ্যেই নিজেকে বেশ তৈরি করে নিয়েছে। সে এখন পরিস্থিতির সঙ্গে মোটামুটি সমঝোতায় এসে গেছে। কল্পনার জগৎ ছেড়ে সে এখন কঠিন বাস্তবের মোকাবেলা করতে শিখেছে। কাঁচা ডিম খাওয়ার জন্য এক রকম বুনো আপেল আর পেঁড়িগুলি সংগ্রহ করেছে। কাঁচা ডিম খেলে ঠেলে বমি আসতে চায় বটে, তবে পেটের জ্বালা নেভানোর ব্যবস্থা তো করতে পেরেছে।

গডফ্রে এবার বেঁচে থাকার জন্য অন্যান্য জরুরি সমস্যা সমাধানের চিন্তায় মেতে গেল। সবচেয়ে আগে দুটো জিনিস অত্যাবশ্যক। একটা মাথা গোঁজার জায়গা আর অন্যটা আগুন। আগুনের ব্যবস্থা না করলে কতদিন আর কাঁচা খাবারদাবার গলা দিয়ে নামাতে পারবে?

দ্বীপটা ঘুরে দেখতে বেড়িয়ে গডফ্রে কারোও দেখা পায় নি বটে। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে বড় রকমের লাভ তার হয়েছে। মাথা গোঁজার মতো একটা জায়গার খোঁজ পেয়েছে। যেখানে মোটামোটা গাছের মেলা সেখানেই জায়গাটার খোঁজ সে পেল। মাথা গোঁজার জায়গা বলতে একটা গাছের গুড়ির কাছাকাছি গহ্বর। ভেতরটা অন্ধকার থাকায় সে বুঝে উঠতে পারল না গহ্বরটা কত বড়।

গাছের গহ্বরে ঠাঁই নেওয়ার পরও নাচের মাস্টারের মুখ কিন্তু বন্ধ হল না। এখন তার অভিযোগ গহ্বরটায় ধোঁয়া বেরোবার চিমনি নেই কেন?

হায় ঈশ্বর! আগুন জ্বালার উপায়ই এখনো বের করা সম্ভব হল না, নাচের মাস্টার গম গম করছেন গহ্বরের ধোঁয়া বেরোবার চিমনির জন্য অস্থির হয়ে পড়েছেন!

আগুন—আগুন চাই-ই। দ্বীপের ধারে প্রচুর মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। গডফ্রে কায়দা কসরৎ করে কয়েকটা মাছ ধরে ফেলল। কিন্তু নিদেন পক্ষে আগুনে না ঝলসে কাঁচা মাছ খাওয়া যায় কখনও?

জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে গডফ্রে আরও কয়েকরকম বুনো ফলের খোঁজ পেয়েছে। কিন্তু আগুন না হলে সেগুলোর সদগতি করবে কি করে?

ঈশ্বর মুখ তুলে তাকালেন। ঈশ্বরের করুণাধারা আকাশ থেকে আগুনের রূপ নিয়ে দেখা দিল। একবোরেই অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন আকাশ থেকে আগুন নেমে এল।

একদিন গাছের গহ্বরটায় গুরু-শিষ্য শুয়েছিল। গডফ্রে গহ্বরটার নামকরুণ করেছে 'মামার বাড়ি'।

হঠাৎ আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। কড় কড় কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ল। পর মুহূর্তেই বিকট গর্জন করে পাশের শুকনো গাছটায় বাজ পড়ল। গাছটায় আগুন লেগে গেছে। দেখতে দেখতে পুরো গাছটাই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

বরাত ভাল যে, গডফ্রে একটা জ্বলন্ত ডাল তুলে গাছের গহ্বরটায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। নইলে বৃষ্টির জল পেয়ে আগুন নিভে যেত। কারণ একটু বাদেই ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির জল গাছের আগুন নিভিয়ে দিল। কিন্তু গহ্বরটার আগুন ধিক্ ধিক্ করে জ্বলতেই লাগল।

হ্যাঁ, বহু প্রত্যাশিত আগুন তো পাওয়া গেল। কিন্তু তাকে টিকিয়ে রাখাই সমস্যা। যে-কোনো মুহূর্তে নিভে যাবার সম্ভাবনা। রোজ রোজতো আর বজ্রপাত হবে না।

নাচের মাস্টার শুকনো ডালপালা জোগাড় করে আগুনটাকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব নিল।

আগুন পাওয়ায় মাংস ঝলসে নিয়ে পরমানন্দে উদরপূর্তি চলতে লাগল। কাঁচা ডিম, কাঁচা মাছ আর কাঁচা মাংসের পর ঝলসানো মাংস পরম উপাদেয় হয়ে উঠল।

রাত্রে খাওয়াদাওয়া সেরে গডফ্রে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে লাগল। আর নাচের মাস্টার আগুনটাকে টিকিয়ে রাখার কাজে মেতে রইল। মাঝ-রাত্রে ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগায় গডফ্রের ঘুম ছুটে গেল। সে বুঝে উঠতে পারল না হঠাৎ কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে কোত্থেকে? তবে কি বজ্রপাতের ফলে গহ্বরটার কোথাও ফাটলের সৃষ্টি হয়ে গেছে?

গহ্বরটার বাইরে এসেই গডফ্রে আঁৎকে উঠল। এ যে রীতিমতো সর্বনাশ কাণ্ড ঘটতে চলেছে। বাজ কেবলমাত্র পাশের গাছটাতেই পড়ে নি। তাদের গাছটার মাথাও পড়েছিল। বজ্রপাতে গাছের গুঁড়িটা ঝলসে গেছে। তবে তো বৃষ্টিবাদলের সময় গাছের কোটর নিরাপদ আশ্রয় নয়। সে ভাবল, বজ্রপাতে নির্ঘাৎ গহ্বরটার কোথাও ফুটো হয়ে গেছে। বরাত ভাল যে, বজ্রপাত তাদের স্পর্শ করেনি!

সকাল হলে গডফ্রে গাছটা বেয়ে ওপরে উঠেল। সামান্য খোঁজাখুঁজিতেই একটা ফুটো দেখতে পেল। আর লক্ষ্য করল গাছের প্রায় মাথা পর্যন্ত ভেতরটা ফাঁপা।

গাছ থেকে নামতে গিয়ে গডফ্রে আবার চমকে উঠল। দেখল সমুদ্রতটের কাছ থেকে ধোঁয়া উঠছে। আর একবার পাহাড়ের ওপর থেকে সে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পেয়েছিল। আজ ধোঁয়ার উৎসটাকে খুঁজে বের করার জন্য সে বদ্ধপরিকর হল।

হন্তদন্ত হয়ে সে সমুদ্রের ধারে গেল। না, ধোঁয়া বা আগুন কিছুই তার নজরে পড়ল না। এমন কি সামান্য ছাই পর্যন্ত খুঁজে পেল না।

এ কী বিচিত্র ব্যাপার রে বাবা! তবে কি এটা ভুতুরে ব্যাপার নাকি?

গডফ্রে এক সময় ছিল সাংসারিক জ্ঞান-বুদ্ধিহীন এক যুবক। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতির চাপে পড়ে, বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে সে আজ একটু একটু করে বাস্তবজ্ঞান লাভ করে পাকা সংসারী হয়ে উঠতে লাগল। তার কাছে একটা বহুমুখী ছুরি রয়েছে। তা দিয়ে কাঠ কেটে বসবার টুল আর খাবার টেবিল তৈরি করে ফেলল। অন্য একটা গাছের গহ্বরে বুনো মুরগির পালকে ভরে রাখল ডিম আর মাংসের জোগানের যাতে ঘাটতি না হয়।

এবার সে একটা জিনিসের অভাব বোধ করতে লাগল। মাছ ধরার একটা জাল আর বঁড়শি। আর বুনো ছাগল-ভেড়াগুলোর জন্য খোঁয়াড় তৈরির কথা এখন না ভাবলেও চলবে। পুরোদমে বর্ষা শুরু হলে দেখা যাবে কি করা যায়। এখন মাঠেই চরে বেড়ায়। দ্বীপবাসীদের দুধ আর মাংসের অভাব তারা পূরণ করছে।

এমন সময় গডফ্রে অদ্ভুত একটা জিনিস আবিষ্কার করে ফেলল। একদিন সমুদ্রের ধার দিয়ে ঘোরাফেরা করতে করতে অদ্ভুত একটা জিনিস তার নজরে পড়ল। ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে যেতেই দেখল, ইয়া পেল্লাই একটা সিন্দুক। অর্ধেকটা বালিচাপা পড়ে রয়েছে। নির্ঘাৎ কোনো জাহাজডুবির ফলে ঢেউয়ের চাপে এখানে এসে পড়েছে।

সিন্দুকটা খুবই মজবুত। বাইরের দিকটা তামার পাত আর ভেতরের দিকটা দস্তার পাত দিয়ে মোড়া। জল ঢোকার কোনো সুযোগই নেই।

সভ্যভব্যভাবে জীবন যাপন করতে যা কিছু দরকার সবই সিন্দুকটার মধ্যে রয়েছে। অবাক কাণ্ড তো, জাহাজের মালিক কি তবে জানতেন, জাহাজডুবি হবেই আর নির্জন দ্বীপে ঠাঁই নিতে হবে? আর আশ্চর্য ব্যাপার, জিনিসপত্রগুলোর গায়ে কোথাও এমন কোনো চিহ্ন নেই যা দেখে বোঝা যেতে পারে যে সেগুলো কোন্ দেশের তৈরি। থালা, ঘটি, বাটি আর কড়াই, খুন্তি থেকে শুরু করে যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, দূরবীণ, ঘড়ি, কাঁটাকম্পাস আর জামাকাপড় পর্যন্ত এমন কিছু নেই যা সিন্দুকের ভেতরে পাওয়া যায় নি।

গডফ্রে সিন্দুকটা চারদিক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে খুঁজে দেখল কোথাও লেখা নেই কোন্ দেশে সেটা তৈরি।

রহস্যজনক সিন্দুকটা গডফ্রেকে বড়ই ভাবনায় ফেলল। সে নাচের মাস্টারের সহযোগিতায় সিন্দুকের জিনিসপত্র নিয়ে গাছের গহ্বরটায় জড়ো করতে লাগল। তারপর ঠেলে ধাক্কে খালি সিন্দুকটাকে নিয়ে এল কোটরের গাছটার কাছে।

গডফ্রে একটা আলমারির অভাব বোধ করছিল। সিন্দুকটা পাওয়ায় সে অভাব দূর হল। বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু দরকার সবই তো সিন্দুকটার ভেতরে পাওয়া গেছে। ব্যাস, কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

গডফ্রে এবার সিন্দুক থেকে পাওয়া যন্ত্রপাতি দিয়ে গহ্বরটার মধ্যে কয়েকটা তাক তৈরি করে নিল। বাসনপত্র অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি যা কিছু সবই তাক গুলোতে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখল। রাতজাগা জন্তু জানোয়ারের ভয়ে দ্বীপবাসীরা এতদিন নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে নি। তাই অস্ত্রপাতি দিয়ে গহ্বরটার মুখে একটা পাল্লা লাগিয়ে নিল।

গডফ্রে বন্দুক-কাঁধে দ্বীপের পাড়ের দিকে চক্কর মারতে আসত। দীর্ঘদিন ধরে ঘোরাফেরার ফলে একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত হল, দ্বীপে কোনো হিংস্র জানোয়ার নেই। বন্দুক দিয়ে হরিণ ও নিরীহ প্রাণী হত্যা করে তারা খাদ্যের অভাব মেটাতে লাগল।

এতকিছু সত্ত্বেও গডফ্রের মনে শান্তি নেই। পাহাড়ের ওপরে উঠে আবারও ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পায়। কিন্তু কিসের ধোঁয়া? আগুনটা অবশ্যই কোনো না কোনো মানুষ জ্বেলেছে। তবে মানুষটা গেল কোথায়?

আর একদিন পাহাড়টার ওপরে উঠে ধোঁয়ার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে চমকে উঠল।, ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা দ্বীপের ভেতর থেকে নয়, সমুদ্র থেকে উঠে আসছে।

গডফ্রে উর্ধ্বশ্বাসে পাহাড় থেকে নেমে সমুদ্রের ধারে গেল। ব্যাপারটা এবার তার কাছে পরিষ্কার হল। সে বুঝল, ধোঁয়ার উৎস একটা জাহাজ। ধীর মন্থর গতিতে জাহাজটা এগিয়ে আসছে। সেটা দ্বীপটার দিকে এগিয়ে আসছে দেখে গডফ্রে আনন্দে আত্মাহারা হয়ে পড়ার জোগার হল।

জাহাজটার গতিপথ ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠল। দ্বীপ থেকে মাইল দুই দূর দিয়ে সেটা পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইছে।

একী আজব ব্যাপার! একী নিয়তির এক নিষ্ঠুর পরিহাস! এতদিন পর যদিও বা একটা জাহাজ চোখে পড়ল তাও সটকে পড়ল। সেটাকে আমেরিকান জাহাজ বলে গডফ্রের মনে হয়েছিল।

হায় অদৃষ্ট! জাহাজের লোকগুলো অন্ধ নাকি! দ্বীপের গায়ে এতবড় একটা লাল পতাকা উড়ছে তাও দেখতে পেল না কেউ! তবুও জাহাজটা এগিয়ে এসে ভিড়ল না!

গডফ্রে ক'দিন আগে সিন্দুক থেকে পাওয়া একটা লাল পতাকা গাছের ডালের মাথায় টাঙিয়ে দিয়েছিল। তার সে প্রয়াস বৃথা গেল। উপায়ান্তর না দেখে সে ঝটপট কিছু শুকনো ডালপালা জড়ো করে আগুন ধরিয়ে সঙ্কেত জানাল। কোনো কাজই হল না। জাহাজটা তার গতি অব্যাহতই রাখল। গডফ্রে হতাশ মনে গাছের কোটরে ফিরে এল।

পরের দিন নাচের মাস্টার জঙ্গলিদের একটা নৌকা দেখতে পেয়ে ভয়ে একেবারে মিইয়ে গেল। ছুটতে ছুটতে কোটরে ফিরে এসে গডফ্রেকে ব্যাপারটা জানাল।

জঙ্গলিদের কথা শুনেই গডফ্রে ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে যাবার জোগাড় হল। পর মুহূর্তেই নিজেকে একটু সামলে নিয়ে চোখ দুটো কপালে তুলে বলল, 'স্যার, এ দ্বীপে জঙ্গলি আসবে কোত্থেকে মাথায় আসছে না তো। আমি তো দ্বীপটাকে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি, এখানে কোনো মনুষ্য বসতিই নেই। জঙ্গলি-টঙ্গলি বোধ হয় আপনার চোখ ও মনের ভুল।

'ভয়াল দর্শন একদল জঙ্গলি নৌকা করে এসে দ্বীপে নামল, আমি যে নিজের চোখে দেখে এলাম। আর তুমি বলছ কিনা চোখের ভুল! অসম্ভব! এত বড় ভুল আমার হতেই পারে না।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফ্যাকাসে মুখে গডফ্রে বলল, 'হায় ঈশ্বর! একী সর্বনাশ ঘটতে চলেছে! এত কষ্ট করে বেঁচে থাকার মতো ফিকির করে নিলাম আর শেষপর্যন্ত কি তবে অসভ্য জঙ্গলিদের হাতে জান খোয়াতে হবে! কপালে এ-ও লেখা ছিল!'

গডফ্রে ভাবল, দ্বীপে মানুষ এসে ঘাঁটি গেড়েছে জানতে পেরে জঙ্গলিরা হামলা হুজ্জতি করার জন্য হাজির হয়েছে। আর যদি দেখে, কোটরে জীবনযাত্রার এত সুন্দর ব্যবস্থাদি করে রাখা হয়েছে তবে জঙ্গলিদের হাতে জান খোয়াতে হবেই। দুটো প্রাণীকে খুন করে গাছের কোটর ও অন্য সবকিছু দখল করতে কতক্ষণ।

সময় নষ্ট না করে গডফ্রে নাচের মাস্টারকে নিয়ে ঝটপট শুকনো লতাপাতা এনে গাছের কোটর ও অন্যান্য সবকিছু ঢেকে দিল। তারপর, এবার গাছের কোটরের ওপরের অংশে উঠে গেল।

গডফ্রে সেখানে বসে নাচের মাস্টারের সঙ্গে পরামর্শ করল। জঙ্গলিরা যদি ভবিষ্যতে আর কোনোদিন তাদের পিছু নেয় তবে গাছের কোটর থেকে গুলি চালিয়ে তাদের খতম করে ছাড়বে।

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে গডফ্রে আর তার নাচের মাস্টার রাত্রি কাটাল। বার বারই তাদের মনে হয়েছে কে বা কারা যেন গাছটার চারপাশে চক্কর মারছে।

সকাল হলে কোটরের ছিদ্রটা দিয়ে গডফ্রে উঁকি দিয়ে দেখল, জঙ্গলিরা পালিয়েছে। সমুদ্রের ধারে তাদের নৌকোটাও নেই। অতএব এখনকার মতো তারা নিরাপদ। তবে দ্বীপে মনুষ্য বসতির কথা তারা টের পেয়ে গেছে। চোখে দূরবীণ লাগিয়ে লাল কাপড়টার খোঁজ করল। দেখতে পেল না। তারা নিঃসন্দেহ হল, জঙ্গলিরা যাবার সময় সেটা নিয়ে গেছে। এখন তারা কাপড়টার মালিকের খোঁজে মাতবে। এবার সংঘাত অনিবার্য। গডফ্রে আর তার নাচের মাস্টার খুঁজবে জঙ্গলিদের আর জঙ্গলিরা খুঁজবে তাদের। ব্যস, তার পরই শুরু হবে গুলি আর তীর বৃষ্টি। দুটো বন্দুক আর পিস্তলের সঙ্গে সামান্য তীর-ধনুক পারবে কেন?

সমস্যা তো মাস্টারকে নিয়ে। সে নাচতে পারে বটে। কিন্তু বন্দুক-পিস্তলের কাছে কাবু। গডফ্রে এবার কোমরে-পিস্তল আর কাঁধে বন্দুক নিয়ে জঙ্গলিদের খোঁজে বেরোলো। সঙ্গে রইল নাচের মাস্টার। তারা ব্যস্ত-পায়ে দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে অন্য

প্রান্ত পর্যন্ত দিনভর খুঁজে বেড়াল। না কোথাও তাদের দেখা পেল না। হতচ্ছাড়ারা হয়তো বা একরাত্রি হামলা চালিয়েই হতাশ হয়ে চম্পট দিয়েছে।

ধোঁয়া। আবার ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা দিল। ব্যাপার কি? দু-দুবার রহস্যজনক ধোঁয়া দেখা দিয়েছে। কিন্তু যে বা যারা আগুন জ্বালেছে তারা গোপন অন্তরালেই রয়ে যাচ্ছে। গডফ্রে কিন্তু এত সহজে রণে ভঙ্গ দিল না। উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করতে করতে এক সময়ে খুঁজে পেল আগুন আর ধোঁয়ার উৎসটাকে। একটা পাথরের গর্তে ধিক্ ধিক্ করে আগুন জ্বলছে আর কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। ঘাড় ঘুরাতেই গডফ্রে যেন আচমকা এক হোঁচট খেল। দেখল, কয়েকজন ভয়াল দর্শন জঙ্গলি অদূরে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাদের নীরব চাহনির অর্থ কিছুই বুঝতে পারল না। গডফ্রে দেখল, একজন জঙ্গলিকে সরু একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। গডফ্রের লাল কাপড়ের টুকরোটা সর্দারের কাঁধে ঝুলছে। আর নৌকোটাকে বেঁধে রাখা হয়েছে গাছের ডালের সঙ্গে।

গডফ্রে নিজেকে 'রবিনসন ক্রুসোর সঙ্গে তুলনা করতে লাগল। সে কাহিনীতে ফ্রাইডে নামক এক জঙ্গলিকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু পরাক্রমশালী ক্রুসো তাকে রক্ষা করে। পরবর্তীকালে জঙ্গলিটা তার পরম অনুগত ভক্তে পরিণত হয়ে যায়।

গডফ্রে মনে মনে স্থির করে ফেলল, এ মুহূর্তে তার করণীয় কি? অদৃষ্ট বিড়ম্বিত জঙ্গলিটাকে রক্ষা করাই তার একমাত্র কর্তব্য।

জঙ্গলি-সর্দারের হুকুমে হতভাগা জঙ্গলিটাকে বাঁধন খুলে টেনে হিঁচড়ে আগুনের কাছে নিয়ে আসা হল। সে মরিয়া হয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল। কিন্তু হাত-পা বাঁধা। তা ছাড়া এতগুলো নরখাদকের সঙ্গে সে পেরে উঠবে কেন?

গডফ্রে পাথরের আড়াল থেকে উঁকি দিল। জঙ্গলি-সর্দার তাকে দেখল বটে। কিন্তু গ্রাহ্যই করল না।

একী আশ্চর্য ব্যাপার! সে চেয়েছিল তার মতো এক জন অপরিচিত, সভ্য সমাজের মানুষকে দেখে জঙ্গলি-সর্দার বা তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা মারমুখী হয়ে তেড়ে আসুক। সে সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক আর পিস্তলের কেরামতি শুরু করে দেবে।

জঙ্গলি-সর্দারের দিক থেকে হস্তিতম্বি কোনো লক্ষণ না দেখে গডফ্রেই এক তরফা লড়াই শুরু করে দিল। রাইফেল থেকে ঝট করে একটা গুলি ছুঁড়ে দিল সর্দারকে লক্ষ্য করে। ব্যস, চোখের পলকে গাট্টাগোট্টা জঙ্গলি সর্দার আচমকা একটা বিকট আর্তনাদ করে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগল। ওষুধে কাজ হয়েছে। সর্দারের মর্মান্তিক অবস্থা দেখামাত্র অন্যান্য জঙ্গলিরা পড়ি কি মরি করে যে, যেদিকে পারল ছুটে পালাতে লাগল। নৌকায় চেপে চটপট দ্বীপ ছেড়ে পালিয়ে গেল।

পর মুহূর্তেই রবিনসন ক্রুসোর অন্য আর একটা দৃশ্য ঘটে গেল। যে-জঙ্গলিটাকে আগুনে পুরিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল সে ছুটে এসে গডফ্রের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এ যেন বইয়ের কাহিনীটা গডফ্রে ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের মধ্যে দেখা নয়, না স্বপ্নে নয়, যেন বাস্তবে দেখছে।

গডফ্রে আর নাচের মাস্টার জঙ্গলিটাকে নিয়ে তাদের গহ্বরে ফিরে এল। তারা সহজেই তাকে পোষ মানিয়ে ফেলল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাকে অনেক কিছু শিখিয়ে পড়িয়ে নিল। তবে কি ইংরেজিতে দরকারী কথাবার্তা চালানোর মতো বিদ্যা রপ্ত করাতে গিয়ে গডফ্রের কালঘাম ছুটে গেল। শেষপর্যন্ত হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। একদিন শিকারে বেরিয়ে জঙ্গলিটা আচমকা ইয়া পেল্লাই একটা কচ্ছপকে উল্টে দিয়ে দ্বীপবাসীদের তাকে লাগিয়ে দিল। সেটার মাংস অসময়ের, শীতের দিনের জন্য নুন মাখিয়ে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হল।

জঙ্গলিটাকে নিয়ে আর একদিন তারা শিকারে বেরিয়ে ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি হল। হরিণের পিছু নিলে জঙ্গলিটা দেখল, দশাসই একটা ভাল্লুক গডফ্রের ঘাড়ে লাফাবার জন্যা ওৎ-পেতে বসে। জঙ্গলিটা, দৌড়ে গিঁয়ে গডফ্রেকে জাপ্টে ধরে না ফেললে জানোয়ারটা নখের আঘাতে তার ভুড়ি ফাঁসিয়ে দিত।

গডফ্রে বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়ল। তার হাতের নিশানা ভুল হবার নয়। গুলিটা ভাল্লুকটার গায়ে নির্ঘাৎ লেগেছে। কিন্তু তার শেষ পরিণতি দেখা তাদের সম্ভব হল না। দৌড়ে পালিয়ে গেল। একটু বাদে তারা ফিরে এসে একবারে তাজ্জব বনে গেল। সে জায়গাটায় এক ফোটা রক্ত দেখতে পেল না। একটা জখমি জানোয়ার মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাৎরিয়েছে, অথচ গাছপালা ডাঙা বা মাটিতে কোনোরকমের আঁচড়াঁচড় পাওয়া গেল না। ব্যাপারটা বাস্তবিকই রহস্যজন। গডফ্রের্ পক্ষে রহস্যটার কিনারা করা সম্ভব হল না। ভাল্লুকের দেহটা হাফিস হয়ে যাওয়ায় রহস্যটা আরও গভীরতর হয়ে উঠল।

দ্বীপবাসীদের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হল। তারা গাছের গহ্বরের দরজার পাল্লাকে আরও মজবুত করে নিল।

নভেম্বর মাস এল। দ্বীপে বর্ষা নামল। বর্ষার সমস্যার কথা গডফ্রে আগেই ভেবে রেখেছিল। তাই মূষলধারে বৃষ্টি নামলেও দ্বীপবাসীদের তেমন সমস্যায় পড়তে হল না। বিপদ এবার নতুনতর রূপ নিয়ে দেখা দিল। ভাল্লুকের পর বনে বাঘের হামলা শুরু হল। গডফ্রে গুলিবিদ্ধ করল বিশালাকায় বাঘটাকে। বিকট আওয়াজ করে হিংস্র জানোয়ারটা মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে বুকফাঁটা আর্তনাদ জুড়ে দিল। জঙ্গলিটা ছুটে গিয়ে জখমি বাঘটার বুকে হাতের ছুরিটাকে আমূলে গেঁথে দিল। কাৎরাতে কাৎরাতে আহত বাঘটা সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ল। ব্যস, জোয়ারের টানে মুহূর্তের মধ্যেই সেটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

একী রহস্যরে বাবা! যে-দ্বীপে ইতিপূর্বে বাঘ-ভাল্লুক তো দূরের ব্যাপার একটা শেয়ালও দেখা যায় নি সেখানে বাঘ-ভাল্লুকের উৎপাত শুরু হলে তো পিতৃদত্ত জীবনটাকে টিকিয়ে রাখাই সমস্যা।

বাঘ, সিংহ, ভাল্লুক বা যে কোনো হিংস্রপ্রাণী হোক না কেন গডফ্রে এখন আর আতঙ্কে কুঁকড়ে যায় না মোটেই। তার স্নায়ু এখন ঢের, ঢের সবল হয়ে গেছে।

গডফ্রে একদিন গহ্বরের ধারে, মাটিতে একটা বেড়া দিচ্ছিল। ঠিক তখন অদূরবর্তী জঙ্গল থেকে জঙ্গলিটা তীব্রস্বরে হাঁকডাক জুড়ে দেয়। গডফ্রে দূরবীণটা হাতে নিয়ে তরতর করে পাশের একটা গাছের মগডালে উঠে পড়ল। দূরবীণটা চোখে লাগিয়েই সে

চমকে উঠল। ধোঁয়া, দেখল গাছের মাথা ছাড়িয়ে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

ব্যস্ততার সঙ্গে গাছ থেকে নেমে সে জঙ্গলিটাকে খুঁজে বের করল। তাকে নিয়ে সমুদ্রের দিকে ছুটে চলল। আরও দু-বার ধোঁয়া দেখা গিয়েছিল। তবে আজকের ধোঁয়ার পরিমাণ বেশি এবং অধিকতর ওপরে উঠে যাচ্ছে।

একী ভূতুড়ে ব্যাপার রে বাবা! ধোঁয়াটা হঠাৎ কর্পূরের মতো উবে গেল যে। একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল? যে জায়গাটা থেকে ধোঁয়া উঠেছিল ছুটতে ছুটতে তারা সেখানে পৌঁছে দেখে পোড়া কাঠ, অঙ্গার পড়ে রয়েছে। কিন্তু যে বা যারা আগুন জ্বেলেছিল সে বা তারা মুহূর্তের মধ্যে কোথায় বে-পাত্তা হয়ে গেল?

গডফ্রে হতাশ হয়ে গহ্বরের আশ্রয়ে ফিরছে। এমন সময় জাঙ্গলিটা পিছন থেকে তাকে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা মারল। সে কোনো রকমে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ঘাড় ঘুরাতেই চমকে উঠল। দেখল, প্রচণ্ড একটা বিষধর সাপ গাছের ফাঁক দিয়ে প্রকাণ্ড গ্রিবা বিস্তার করে রয়েছে আর নূপুর বাজনার শব্দ ভেসে আসছে। র‍্যাটল সাপ। এদের লেজের দিককার হাড়গুলো আলগা। লেজ দোলাবার সময় হাড়ে হাড়ে ঠোক্কর লাগায় চমৎকার নূপুরধ্বনি উত্থিত হয়। তবে জঙ্গলিটার উপস্থিত বুদ্ধি আর সতর্কতার জন্য এ যাত্রায়ও গডফ্রের প্রাণ রক্ষা পেল। পর মুহূর্তে আরও একটা সাপ ঝোপের ফাঁক দিয়ে কিলবিলিয়ে উঠল। জঙ্গলিটা কুড়ুলের এক কোপে তাকে খতম করে দিল।

গডফ্রে যারপরনাই অবাক হল এ-দ্বীপে একটা কেঁচো পর্যন্ত দেখা যায় নি সেখানে এত সাপ আমদানি হল কোত্থেকে, কীভাবে? প্রথমে ভাল্লুকের আবির্ভাব। তারপর নরখাদক বাঘের উৎপাত। সবশেষে বিষধর সাপের ফোঁসফোঁসানি। একী অবাক কাণ্ডরে বাবা।

গডফ্রে জঙ্গলিটাকে নিয়ে গহ্বরটার কাছাকাছি আসতেই নাচের মাস্টারের আর্ত চিৎকারে সচকিত হয়ে উঠল। ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখে, বিশাল দেহী নাচের মাস্টার অনবরত ছুটছে আর বিকট স্বরে চেঁচাচ্ছে। সে ছুটতে ছুটতে আঙুলি-নির্দেশ করে কী যেন দেখাতে চাচ্ছে। গডফ্রে তার অঙ্গুলি-নির্দেশিত পথে তাকিয়েই আৎকে উঠল। দেখল, প্রায় ঢেঁকীর মতো লম্বা একটা কুমির নাচের মাস্টারকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ভয়ে সিঁটকে লেগে থাকার সময় এটা নয়। আগে হতচ্ছাড়া কুমিরটাকে পরপারে পাঠানো দরকার। সেটাকে ঘায়েল করতে গডফ্রেকে তিন-তিনটে বন্দুকের গুলি খরচ করতে হল।

গডফ্রের মধ্যে নতুনতর উপদ্রবটা ভাবনার সঞ্চার করল।

বর্ষা বিদায় নিল। দ্বীপটায় শুরু হল শীতের প্রকোপ। কিছুদিনের মধ্যে তুষারবৃষ্টিও শুরু হয়ে গেল। সিন্দুকটার ভেতর থেকে যে সব শীতবস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল তা দিয়ে দ্বীপবাসীরা অনায়াসেই শীতের মোকাবেলা করতে পারল। এখন আর শুকনো ডালপালার অভাব রইল না। আগুনটাকে জিইয়ে রাখাও কিছুমাত্র সমস্যা হল না।

গডফ্রের মাথায় চমৎকার একটা মতলব খেলল। একটা মই তৈরি করে নেওয়া দরকার। ঝটপট গহ্বরটার ওপরের দিকে উঠে যাওয়ার জন্য একটা মই দরকার। জঙ্গলিটার সাহায্যে সে মজবুত একটা মই তৈরি করে ফেলল।

তিন দ্বীপবাসী এক রাতে গহ্বরটার ভেতরে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। এমন সময় গডফ্রে অদূরবর্তী ঝোপঝাঁড়ের আড়াল থেকে একদল জন্তু-জানোয়ারের ক্রুদ্ধগর্জন শুনতে পেল। গডফ্রে নাচের মাস্টার জঙ্গলিটাকে ডাকাডাকি করে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। ক্রোধমত্ত জন্তু-জানোয়ারদের বুক-কাঁপানো হাঁকাহাঁকি যেন ক্রমে বেড়েই চলল। আর তাদের সংখ্যাও যেন বেড়েই চলেছে। ব্যাপার দেখে নাচের মাস্টারের তো আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে যাবার জোগাড় হল।

বরাত ভাল যে তারা দ্বীপবাসীদের কোটরটার হদিস পায় নি।

হঠাৎ কোটর থেকে পিস্তল গর্জে উঠল। তবু ভাল যে, গুলিটা দরজা ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে গেছে। নাচের মাস্টার বিছানায় শুয়েই কাঁপতে কাঁপতে পিস্তলের ঘোড়াটা টিপে দিয়েছে। আর একটু হলেই কেলেঙ্কারী ঘটে যেত।

পিস্তলের আওয়াজ হতেই গাছের কোটরে কারো না কারো উপস্থিতি সম্বন্ধে জানোয়ারগুলো নিঃসন্দেহ হল। তারা সদলবলে কোটরের দরজাটার ওপর হামলা শুরু করে দিল। পায়ের নখ আর দাঁত দিয়ে দরজার গায়ে অনবরত আঁচড় কাটতে লাগল। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে গডফ্রে নাচের মাস্টার আর জঙ্গলিটাকে নিয়ে মই বেয়ে কোটরটার ওপরের দিকে উঠে গেল।

কোটরের ফাটলটা দিয়ে গডফ্রে আর জঙ্গলিটা এবার বন্দুক আর পিস্তল একের পর এক গুলি ছুঁড়তে লাগল। জঙ্গলিটার কাণ্ড দেখে গডফ্রের তো চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবার জোগাড় হল। যার চৌদ্দপুরুষে কেউ বন্দুক দেখে নি সে কিনা বেমালুম গুলি করে চলেছে। তাও একটা গুলিও লক্ষভ্রষ্ট হয় নি।

গুলির আঘাতে পর পর কয়েকটা জানোয়ার ধরাশায়ী হয়ে পড়েছে দেখে বাকিরা লেজ তুলে পালাতে লাগল।

ইতিমধ্যে কয়েকটা জানোয়ার কোটরের পাল্লার ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। ভাঙা-পাল্লাটা পড়ল আগুনের ওপর। মুড়ির মতো শুকনো কাঠে সহজেই আগুন লেগে গেল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

আচমকা ভয়ঙ্কর আওয়াজ করে বিস্ফোরণ ঘটল। গোলাবারুদে আগুন ধরে গেছে। এতে একটাই লাভ হল। জানোয়ারদের কয়েকটা মারা পড়ল আর বাকিরা প্রাণের মায়ায় চোঁ-চাঁ দৌড় দিল। দ্বীপবাসীরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এদিকে বারুদের স্তূপে আগুন লাগায় চোখের পলকে সম্পূর্ণ গাছটাই জ্বলতে শুরু করল।

বেচারা দ্বীপবাসীরা প্রমাদ গুনল। কোটরের ওপরের অংশ থেকে নেমে আসার কোনো ফিকিরই করতে পারল না। ফলে আগুনে জ্বলতে জ্বলতে সেটা এক সময় হুড়মুড় করে কাৎ হয়ে পড়ল।

একের পর এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ায় গডফ্রে রীতিমতো মুষড়ে পড়ল। বরাতে যে আরও কত কী লেখা রয়েছে, কে বলতে পারে? এভাবেই হয়তো এক দিন তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে।

ঠিক তখনই পরিষ্কার ইংরেজিতে কে যেন অন্ধকার বনভূমি থেকে চিল্লিয়ে বলতে লাগল—'মি. মরগ্যান, ভোরেই আপনার মামা মি. কোল্ডরুপের এ-দ্বীপে আসার কথা। তিনি যদি না আসেন তবে কারোরই বাঁচার আশা নেই।'

গডফ্রে মরগ্যান কোনোরকমে গলা বাড়িয়ে দেখল, তাদের সঙ্গীটা পরিষ্কার ইংরেজিতে কথাটা বলেছে। যাকে এতদিন ধরে চেষ্টা করেও ইংরেজি ভাষাটা রপ্ত করাতে পারে নি তার মুখে এমন শুদ্ধ ইংরেজি ও পরিষ্কার উচ্চারণ শুনে গডফ্রে মূর্চ্ছা যাবার জোগাড় হল।

একটু বাদেই ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ হতে লাগল। সে সঙ্গে একদল খালাসির হৈ হট্টগোল দ্বীপবাসীদের কানে এল। খালাসিদের পিছন থেকে কে যেন তারস্বরে চিৎকার করে বলছেন, 'গডফ্রে, গডফ্রে, আমি এসে গেছি।'

কণ্ঠস্বরটা গডফ্রের খুবই পরিচিত। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কণ্ঠস্বরটার মালিক কাছে এগিয়ে এসে মুচকি হেসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, এই সে রবিনসন ক্রুসো, কেমন আছিস বল?'

গডফ্রে চমকে উঠে বলে উঠল, 'আরে মামা! তুমি এখানে এলে কি করে মামা?'

'আরে এতে এমন অবাক হবার কি আছে? দ্বীপটার মালিক তো আমিই। আমার দ্বীপে আমি আসব এতে তো অবাক হবার কিছু নেই।'

'এটা তো ফেনা দ্বীপ। এটা তোমার দ্বীপ?'

'ফেনা দ্বীপ! সে কী রে, এটা তো স্পেনসার দ্বীপ। ছ-মাস আগে নিলাম ডেকে আমি এর মালিকানা কিনে নিয়েছি। এটা আবার ফেনা দ্বীপ কি করে হল মাথায় আসছে না তো!'

পিছন থেকে মিষ্টি-মধুর স্বর ভেসে এল। 'মামা, গডফ্রে আমার নামানুসারে দ্বীপটার নামকরণ করেছে। এর নাম দিয়েছে ফেনা দ্বীপ।'

'কি রে গডফ্রে, অভিযানের সাধ মিটেছে কি? নাকি দ্বীপটায় আরও কয়েক মাস থাকার ইচ্ছা রয়েছে?'

'না মামা, অভিযানের সাধ আমার চিরদিনের মতো মিটে গেছে। কিন্তু মামা, তোমার জাহাজটা ডুবে যাওয়ায় অনেকগুলো ডলার ক্ষতি হয়ে গেছে।'

'ধ্যুৎ! জাহাজটা মোটেই ডোবে নি। তোকে ঘাবড়ে দেয়ার জন্যই ক্যাপ্টেন জাহাজ ডোবানোর অভিনয় করে। তুই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তেই পাম্প করে জল বের করে ফেলে। তারপরই সেটাকে নিয়ে তিনদিনের পথ পাড়ি দিয়ে জাহাজটা নিয়ে সানফ্রান্সিসকোতে হাজির হয়। জাহাজের কেউই প্রাণে মারা যায় নি। তবে হ্যাঁ, সেই সে চিনেম্যানটা কেবল তার পাত্তা পাওয়া যায় নি।'

'কিন্তু মামা নৌকো বোঝাই জঙ্গলিদের ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না তো।'

'দূর পাগলা কোথাকার। ওরা জঙ্গলি হতে যাবে কেন? তারা তো আমার ভাড়া করা অভিনেতারে। তবে বরাত ভাল যে, তোদের বন্দুক-পিস্তলের গুলিতে কারো প্রাণ যায় নি। আর তোর সঙ্গী জঙ্গলিটা? ওতো আমার নিগ্রো অনুগামী রে!'

'বাঘ-ভাল্লুক যেভাবে রাত্রের অন্ধকারে আমাদের ওপর চড়াও হয়েছিল?'

'আরে ও দুটো তো খড়ের বাঘ-ভাল্লুক রে। রাত্রির অন্ধকার বলেই আসল-নকলের পার্থক্যটা বুঝতে পারিস নি। তোর নিগ্রো সঙ্গীটাই তাদের সাজিয়ে-গুছিয়ে পথের ধারে রেখে দিয়ে তোর মধ্যে ভীতির সঞ্চার ঘটাত রে।'

'কিন্তু কুমির আর সাপের ব্যাপারটা? তাদেরও কি—'। কুমির আর সাপের কথা শুনে মিস্টার কোল্ডরূপ আঁৎকে উঠলেন। চোখ দুটো কপালে তুলে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'কুমির আর সাপ? কই না তো, কুমির আর সাপ তো আমি পাঠাই নি। আরে স্পেনসর দ্বীপে কোনো হিংস্র জন্তু-জানোয়ার নেই, দলিলেও লেখা রয়েছে। দলিলের বক্তব্যের ওপর ভরসা করেই তো তোকে এখানে পাঠিয়েছিলাম গডফ্রে।'

ক্যাপ্টেন এবার খালাসিদের দিয়ে গাছের মগডাল থেকে পৌনেমরা নাচের মাস্টারকে নামিয়ে আনলেন।

'মামা, আমাকে উচিত শিক্ষাই যখন দিতে চেয়েছিলে তখন আর শুধু শুধু সিন্দুক ভর্তি এতসব জিনিসপত্র না পাঠালেই তো পারতে?'

'সিন্দুক? জিনিসপত্র কই সিন্দুক তো আমি পাঠাই নি!' কথা বলতে বলতে তিনি জিজ্ঞাসুদৃষ্টি মেলে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালেন।

বেচারা ক্যাপ্টেন থতমত খেয়ে বললেন, 'স্যার, আমার কোনো দোষ নেই। সবই ফেনার কারসাজি। সে আমাকে এমন পীড়াপীড়ি শুরু করল যেন না বলার উপায় ছিল না।'

রুডলাফ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মুচকি হাসলেন। মুখের হাসিটুকু অব্যাহত রেখেই বললেন, 'শোন গডফ্রে, এ দ্বীপটা আমি তোকেই দান করেছি। বিয়ে থা করে তুই আর ফেনা এখানেই থেকে যা।'

ফেনা আর গডফ্রের বিয়ে হয়ে গেল। গডফ্রে যে কুমিরটাকে গুলিবিদ্ধ করে নাচের মাস্টারের জীবনরক্ষা করেছিল সেটার গায়ে একটা লেবেল সাঁটা দেখা গেল। কোনো চিড়িয়াখানা থেকে সেটা কেনা হয়েছে তার লেবেল। মি. টাসকিনার সেটা খরিদ করে গোপনে দ্বীপে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দ্বীপটাকে নিলামে কিনতে না পেরে রাগের বশে শত্রুতা সাধতে চেয়েছিলেন। শুধুমাত্র কুমিরই নয় প্রচুর ডলারের বিনিময়ে হিংস্র জন্তু জানোয়ারগুলোকে চুপিচুপি ছেড়ে দিয়ে গেছেন।

গডফ্রে একদা বলেছিল, 'মামা, সবইতো বুঝলাম। কিন্তু একটা রহস্য এখনো চাপা পড়েই রইল। ধোঁয়ার ব্যাপারটা কী?'

'ধোঁয়ার রহস্যটাও উদ্ঘাটন করা গেছে। জাহাজের খোলের মধ্যে সে চিনাম্যানটা আশ্রয় নিয়েছিল এটা তারই কাজ। জাহাজডুবির অভিনয়ের সময় সেও এ-দ্বীপেই আশ্রয় নিয়েছিল। সেই মাঝে মধ্যে আগুন জ্বালত। ছয় মাস সে এখানে একা কাটিয়েছে। জানিসই তো চিনারা একা থাকতে ভালোবাসে, কষ্টও করতে পারে। তাই সে তোদের সংস্রব এতদিন এড়িয়ে চলছে।

চিনাম্যানটাই ধোঁয়ার মাধ্যমে গডফ্রের পিলে চমকে দিয়েছিল।

ফেনা আর গডফ্রে সুখে বিবাহিত জীবন যাপন করতে লাগল। কিন্তু হিংস্র জন্তু-জানোয়ারগুলো একে অন্যকে খেয়ে সাবাড় না করা পর্যন্ত তারা কেউ-ই 'ফেনা দ্বীপে' থাকতে রাজি নয়।